দেশের অষ্টম শিক্ষানীতি ঘোষণা

তিন স্তরবিশিষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আগামী বছরই

যুগান্তর রিপোর্ট

আগামী বছরই দেশে নতুন শিক্ষানীতি চালু হচ্ছে। বাংলাদেশের ৩৮ বছরের ইতিহাসে এটি অষ্টম শিক্ষানীতি। নতুন এই শিক্ষানীতিকে শিক্ষামন্ত্রী এবং এর প্রণেতারা গণমুখী, সুলভ, সুষম, সার্বজনীন এবং সুপরিকল্পিত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। বিশ্বায়ন, মুক্তবাজার অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিপ্লবের এই যুগে নতুন শিক্ষানীতি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার 'রূপকার' হিসেবে তৈরি করবে বলে মনে করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, ভুল হোক শুদ্ধ হোক এই শিক্ষানীতি সরকার বাস্তবায়ন করবে। এটি কোন কাগুজে শিক্ষানীতি হবে না। দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, তিন ধাপে নতুন এই নীতি ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। আর এর জন্য প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা। আগের চার স্তরের পরিবর্তে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা হবে তিন স্তরবিশিষ্ট। **অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর, নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক এরপর উচ্চশিক্ষা স্তর।** প্রাক-প্রাথমিক নামে একটি স্তর রাখা হয়েছে নতুন শিক্ষানীতিতে। তবে তা বাধ্যতামূলক না হওয়ার কারণে তাকে স্তর-অধিভুক্ত করা হয়নি। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঁচ বছর বয়সী শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক বা ছোট ওয়ানের ক্লাস রাখা হবে। প্রাথমিক স্তরের মাঝামাঝি বা পঞ্চম শ্রেণীতে একটি সমাপনী পরীক্ষা হবে। এর ভিত্তিতে স্থানীয়ভাবে কৃতী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেয়া হবে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অনুরূপভাবে মাধ্যমিক স্তরের মাঝামাঝি বা দশম শ্রেণীতেও একটি সমাপনী পরীক্ষা হবে। তার ফলাফলের ভিত্তিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পাবে। উচ্চশিক্ষা স্তরে বর্তমানে তিন বছর মেয়াদি বিদ্যমান ডিগ্রি পাস কোর্স তুলে দেয়া হবে। এর পরিবর্তে চার বছর মেয়াদি অনার্স পাঠদান করা হবে। আর এই চার বছর মেয়াদি ডিগ্রি হবে প্রফেশনাল ডিগ্রি বা প্রান্তিক ডিগ্রি। শিক্ষকতা ছাড়া সব ধরনের চাকরির জন্য এই ডিগ্রিই যথেষ্ট। শিক্ষকতার জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি বাধ্যতামূলক। নতুন শিক্ষানীতিতে একটি সমন্বিত শিক্ষা আইন প্রবর্তন এবং একটি স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য **চালু : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৪**

• অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক • নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত মাধ্যমিক • এরপর উচ্চশিক্ষা : ডিগ্রি পাস কোর্স থাকবে না • স্কুল, মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন ও কারিগরি স্কুলে একই বই পড়ানো বাধ্যতামূলক

চালু : শিক্ষা ব্যবস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের প্রচেষ্টা। এ লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষাকে জোর দেয়া হয়েছে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাক-বৃত্তিমূলক শিক্ষা সবার জন্য বাধ্যতামূলক। মাধ্যমিকেও এই শিক্ষাকে জোর দেয়া হয়েছে।

বুধবার নতুন এই শিক্ষানীতি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি। কমিটিকে দু'দফায় মোট চার মাস সময় দেয়া হয়েছিল। মেয়াদ পূর্তির একদিন আগেই বুধবার তারা রিপোর্ট পেশ করল। গত ৬ এপ্রিল শিক্ষাবিদ ভারতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে প্রধান করে এই শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তবে কমিটির প্রথম সভা থেকে মেয়াদ গণনা শুরু হয়। ১৮ সদস্যের কমিটিতে কো-চেয়ারম্যান হিসেবে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান। তিনি বুধবার যুগান্তরকে জানান, তারা একদিন আগেই রিপোর্ট চূড়ান্ত করে জমা দিতে পেরে আনন্দিত। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন, অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ, অধ্যাপক সাদেকা হালিম, অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক ফকরুল আলম, অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, অধ্যাপক জারিন রহমান খান, অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র সূত্রধর, অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমদ, সিরাজউদ্দীন আহমদ, আবু হাফিজ, বেগম নিহাদ কবির, অধ্যাপক শাহীন মাহবুবা কবীর এবং অধ্যাপক শেখ ইকরামুল কবির। নতুন শিক্ষানীতিতে প্রত্যেক বিদ্যালয়ে থাকবে প্রাক-প্রাথমিক স্তর। ৫ বছর বয়সী শিশুরা স্কুলে যাবে। এদের জন্য বাড়তি ক্লাসরুম তৈরির পাশাপাশি শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। আর প্রাথমিক স্তর হবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। এটা হবে সার্বজনীন, সর্বজনীন এবং বাধ্যতামূলক। সাধারণ স্কুল, মাদ্রাসা এবং কিন্ডারগার্টেনে একই বিষয়ের পাঠ্যবই পড়াতে হবে। একই বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ শিক্ষা, প্রকৃতির পরিবেশ পরিচিতি এবং তথ্যপ্রযুক্তি ও বিজ্ঞান। এর পাশাপাশি সব শিক্ষার্থীর জন্য নিজ নিজ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এসব বাধ্যতামূলক বিষয়ের পাশাপাশি প্রত্যেক ধারা নিজ নিজ বিষয় পড়াতে পারবে। পঞ্চম শ্রেণীর পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা সবাই উপজেলা, পৌরসভা, থানা পর্যায়ে স্থানীয় সমাজ কমিটি বা স্থানীয় সরকারের যৌথ ব্যবস্থাপনায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বৃত্তি দেয়া হবে। পিছিয়ে পড়া এলাকার স্কুলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে বিশেষ সহায়তা দেয়া হবে। প্রাথমিক শিক্ষার শিশুরা যাতে নিজ ভাষা শিখতে পারে সে লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। ২০১৮ সালের মধ্যে তিন ধাপে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা করা হবে। এর মধ্যে প্রথম ধাপে ২০১২ সালে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হবে প্রাথমিক শিক্ষা। ২০১৫ সালে সপ্তম এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত হবে এই স্তর। অধ্যাপক কাজী খলীকুজ্জমান জানান, মূলত আর্থিক দিকটি বিবেচনায় সময় নেয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তর : নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত হবে মাধ্যমিক স্তর। এই স্তরও ২০১৮ সালের মধ্যে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। সাধারণ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও বৃত্তিমূলক ধারায় কতগুলো অভিন্ন বিষয় পড়াতে হবে। এগুলো হচ্ছে— বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বাংলাদেশ শিক্ষা এবং তথ্যপ্রযুক্তি। মাধ্যমিক স্তরের মাঝামাঝি বা দশম শ্রেণীতেও অভিন্ন প্রশ্নপত্রে একটি সমাপনী পরীক্ষা হবে। তার ফলাফলের ভিত্তিতে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পাবে।

উচ্চশিক্ষা : এই স্তরে বর্তমানে কলেজগুলোতে প্রদত্ত তিন বছর মেয়াদি বিদ্যমান ডিগ্রি পাস কোর্স তুলে দেয়া হবে। এর পরিবর্তে চার বছর মেয়াদি অনার্স পাঠদান করা হবে। আর এই চার বছর মেয়াদি ডিগ্রি হবে প্রফেশনাল ডিগ্রি বা প্রান্তিক ডিগ্রি। শিক্ষকতা ছাড়া সব ধরনের চাকরির জন্য এই ডিগ্রিই যথেষ্ট। শিক্ষকতার জন্য মাস্টার্স ডিগ্রি বাধ্যতামূলক। ডিগ্রি ও অনার্স কলেজগুলো মনিটরিংয়ের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় সদরে আঞ্চলিক কেন্দ্র হবে। এসব কেন্দ্র পরে এক একটি পূর্ণাঙ্গ এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে যাত্রা করবে, যার নিজ নিজ এলাকার কলেজ অনুমোদন করবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করবে বর্তমানের ইউজিসি। তবে প্রয়োজন এবং বাস্তবতার কারণে ইউজিসি নাম পরিবর্তন করে (তাদেরই প্রস্তাব অনুযায়ী) নাম হবে 'হায়ার এডুকেশন কমিশন অব বাংলাদেশ'। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনের সংশোধন করা হবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অভিন্ন আইন দরকার। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন দরকার। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নির্বাচন এবং তাদের প্রশিক্ষণদানের জন্য বেসরকারি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হবে।

বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা : অষ্টম শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা উত্তীর্ণরা ইচ্ছা করলে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় প্রবেশ করবে। এই শিক্ষা সম্প্রসারণে লক্ষ্যে প্রতিটি উপজেলায় একটি কারিগরি প্রতিষ্ঠান হবে। এছাড়া পলিটেকনিক, টেক্সটাইল ও লেদার ইন্সটিটিউটের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বৃত্তিমূলক ও ডিপ্লোমা পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুবিধাদি ব্যবহার করে সান্ধ্যকালীন খণ্ডকালীন শিক্ষাক্রমের মাধ্যমে স্কুল পরিত্যাগকারী বয়স্কদের শিক্ষাদান করে জনশক্তিতে পরিণত করা হবে। বেসরকারি খাতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান প্রতি উৎসাহিত করা হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার এমপিও এবং যন্ত্রপাতি সহায়তা দেবে।

মাদ্রাসা শিক্ষা : এই শিক্ষার উদ্দেশ্য : সর্বশক্তিমান আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.) এর প্রতি সরল বিশ্বাস গড়ে তোলা এ তাদের অন্ধবিশ্বাস নয় বরং শক্তির। ইসলামের প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করে গড়ে তোলা। এর ইবতেদায়ি দাখিলের সিলেবাস সাধারণ শিক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের অনুরূপ হবে। পাশাপাশি নিজ স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কি রাখতে পারবে।